দৈনিক সংবাদ
সংবাদ
ঢাকা : সোমবার, ১৪ই চৈত্র, ১৩৯৪
28 MAR 1988

014

গণটোকাটুকির পর এবার গুলী, বোমা

দেশে এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়ার পালা। তবে সেটা উন্নতির নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবনতির। মাত্র একদিনে এসএসসি পরীক্ষায় দু'হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার সেরকমই একটি রেকর্ড। পরীক্ষায় গণটোকাটুকি কতটা বেড়েছে এ থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যায়। টোকাটুকির আগে 'গণ' বিশেষণকে এখন আর অযথার্থ বলা যাবে না।

সকল ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি, অসদুপায় নির্মূল করার যে 'প্রতিজ্ঞা' নিয়ে ছয় বছর আগে বর্তমান প্রশাসনের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা কতটা সফল হয়েছে তারও বোধহয় কিছুটা পরিচয় মেলে এ থেকে। একটি দেশে শিক্ষাক্ষেত্রেই যদি সততা, নীতি-আদর্শ এভাবে ধ্বংস হয় তাহলে আশা করার আর থাকেটা কি?

অধঃপতনের দৌড়ে ছাত্রদের পাশাপাশি একশ্রেণীর শিক্ষকও বোধহয় বিশেষ পিছিয়ে নেই যেজন্য বহু জায়গায় পরিদর্শকদের বহিষ্কার করা হয়েছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, পুলিশের গুলীবর্ষণ, নকল সরবরাহকারীদের বোমাবাজিও হয়েছে এবার বহু কেন্দ্রে। এ উপসর্গটি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে চাপের কাছে নতি স্বীকার ও শৈথিল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই অনুমান করা হয়েছিল নকলবাজরা এবার আস্কারা পাবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ এবং নকল প্রতিরোধের জন্য ইতিপূর্বে ঢাকা বোর্ডের ২৭টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়। পরীক্ষা শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগে তার মধ্যে ২১টি কেন্দ্র পুনর্বহাল করে কর্তৃপক্ষ পিছু হটে আসেন। নকলবাজরা যদি একে সবুজ সঙ্কেত বলে ধরে নিয়ে থাকে তো তাদের দোষ দেয়া বৃথা।

প্রশ্ন হচ্ছে নকল কেন হয়? '৭২ সালের উথালপাতাল পরিবেশে নকলের কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এখন এ অবস্থা কেন?

শিক্ষাঙ্গন দেশের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। সর্বত্র অসদুপায়, দুর্নীতি, বোমাবাজি চলবে আর শিক্ষাঙ্গনে তার প্রভাব পড়বে না এমনটি আশা করা যায় না। এর প্রতিফলন পরীক্ষাতেও পড়তে বাধ্য।

শিক্ষাজীবন ও পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের মূলে রয়েছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মড়ক। সমাজে, রাজনীতিতে, শিক্ষাঙ্গনে এখন কে আছেন যাকে দেখে তরুণ শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত বোধ করবে, সততা ও নৈতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবে?

অন্যদের কথা বাদ দেয়া যাক। অভিভাবকরা যদি ছাত্রদের নকল সরবরাহ করেন, শিক্ষকরা তাতে সহায়তা যোগান তাহলে দোষ একা ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে লাভ কি হবে? সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে, বেসরকারী শিক্ষকদের 'টিচার্স বেনিফিট', সরকারী অনুদান বন্ধ করা হবে বলে শিক্ষা সচিব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন বটে কিন্তু যখন দেখা যায় ভোটারবিহীন নির্বাচনে শিক্ষকদের জবরদস্তিমূলকভাবে জড়িত করা হয় তারপর নৈতিকতার কথায় কাজ হবে বলে ভরসা কম। চলতি বছরের পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে বহিষ্কৃত হলেও হয়ত দেখা যাবে আগামী বছর সে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে।

একটা দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ছাত্র সংগঠনগুলোকে পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের ব্যাপারে ততটা বিচলিত হতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় না। জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় সম্ভবতঃ নকলবাজদের বিরুদ্ধে সংগঠনগুলোর সোচ্চার না হবার একটি প্রধান কারণ। নীতি নয়, আদর্শ নয়, অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা এবং আপোষ এক্ষেত্রে কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সস্তা জনপ্রিয়তা যারা চায় কিংবা পেশীশক্তি যাদের বল তারা না হয় নকলবাজদের দলে টানতে পারে, কিন্তু আদর্শবাদী সংগঠনগুলোর কি উচিত নয় এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার যে হাল তাতে পরীক্ষায় গণটোকাটুকি না হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক। স্কুলগুলোতে নিয়মিত ক্লাশ না হলে এবং অন্যভাবে লেখাপড়া করে সিলেবাস শেষ করতে না পারলে সার্টিফিকেট যোগাড়ের জন্য পরীক্ষা পাস যার দরকার, হয় সে বোমা-ছোরা নিয়ে হলে ঢুকে বই খুলে লিখবে, নয়ত বাইরে থেকে উত্তরপত্র লিখিয়ে আনবে।

বিভিন্ন কেন্দ্রে অবাধ নকল একদিনে শুরু হয়নি। রোগটা এসেছে জানান দিয়ে। নকল করতে দেয়া অনেক জায়গায় ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার দায়ে যে স্কুলের পরীক্ষার্থীরা লংকাকাণ্ড বাধিয়ে কয়েক লাখ টাকার সম্পদ ধ্বংস করল সে স্কুলের নিয়মিত পরীক্ষার্থী মাত্র ৫০ জন অথচ সব মিলিয়ে সেখান থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে ৫০৫ জন। অনেক স্কুলেই মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বাইরের ছেলেদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হয়। তারা অর্থ খরচ করে পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ পাবার নিশ্চয়তায়। এ ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ পায় অর্থ, আর বহিরাগতরা পায় নকলের অধিকার। এ ব্যবস্থা বদলানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

গণটোকাটুকি বন্ধ করার একটা উপায় হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন। আশ্চর্যের ব্যাপার সরকার নিজে যে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছিলেন সেই কমিটির সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নও স্থগিত রাখা হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির জন্যই যদি পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ ঝুলিয়ে রাখা হবে তাহলে আগেভাগে এই কমিটি গঠন এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল কেন? সেইভাবে কাজ হলে দুয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকতো। ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই কমিশনের বিতর্কমূলক রিপোর্ট জাতি এবং সরকারের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তা ভবিতব্যই বলতে পারে। আমাদের প্রস্তাব শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আপাততঃ স্থগিত রেখে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির যে সব সুপারিশ গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নে অসুবিধা নেই সেইগুলো জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হোক।